News Clippings with links-

Celebration of Bangladeshi Students' Success at the World Mathematics Team Championship 2024 Held at UAP

বিএসএস নিউজ
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার অনলাইন পোর্টাল

তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা আমাদের গর্বিত করেছে: শিক্ষা উপদেষ্টা

শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। ফাইল ছবি

ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ (বাসস) : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।

শনিবার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা।

তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি এই আয়োজনে শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ

বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হাসিনা খান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও গণিত অলিম্পিয়াডের প্রশিক্ষক ড. মাহবুব মজুমদার, এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি অভ বাংলাদেশের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন ড. সাইফুর রহমান বকাউল, ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিক-এর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জি. আর. আহমেদ জামাল, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও প্রকৌশলী, জিওক্যাল ইউএসএ একাডেমিক কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরুল।

https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/177545

প্রথম আলো

নবম শ্রেণিতেই মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসার বিভাজন চাই না: শিক্ষা উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা, প্রকাশ: ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২: ৩৩

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ *ফাইল ছবি*

নবম শ্রেণি থেকেই মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা আলাদা করে দেওয়া হোক, সেটা চান না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেছেন, এ রকম বিভাজন আসলেই প্রয়োজন নেই, ভালোও না।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটের ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

বাংলার ম্যাথের উদ্যোগে ‘ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-২৪’ এ অংশ নেওয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর সাফল্য উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।

শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) পরিবর্তনের বিষয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘একটি পরিবর্তনশীল জায়গায় আমরা আছি। একদিকে যাচ্ছিলাম, সেদিকে গেলে আর ফেরত আসা যেত না বলেই পেছনের দিকে গেছি। পেছন থেকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।’

উচ্চতর গণিত কিংবা বিজ্ঞানের উচ্চতর কিছু বিষয় নবম শ্রেণি থেকে শুরু করতেই পেছনের দিকে যেতে হচ্ছে বলে উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘কেউ যদি নবম শ্রেণি থেকেই উচ্চতর গণিত নিতে চায়, সেখান থেকে যদি না নেয়, তাহলে পরে উচ্চমাধ্যমিকে গেলে কঠিন হয়ে যায়।’

সর্বশেষ যে শিক্ষাক্রম চালু হয়েছিল, সেটিকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন শিক্ষা উপদেষ্টা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ‘গণিতের সংস্কৃতিকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হলে...’ শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা হয়।

শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় এতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হাসিনা খান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মাহবুব মজুমদার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান সাইফুর রহমান, ইউএপির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক জি আর আহমেদ জামাল এবং বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরুল।

https://www.prothomalo.com/education/sdbjifbrgo

কালের কণ্ঠ

শিক্ষা উপদেষ্টা

তরুণ গণিতবিদদের নিষ্ঠায় আমরা গর্বিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তাঁরা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি, তাঁরা বিশ্বকে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। গতকাল ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউইউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে, আমরা বিশ্বের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা জোগায়।’

শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হাসিনা খান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন প্রমুখ।

https://shorturl.at/a0676

বনিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

শিক্ষা উপদেষ্টা

স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমকে আধুনিক করার চেষ্টা করবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রকাশ: শনিবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২০:২৬

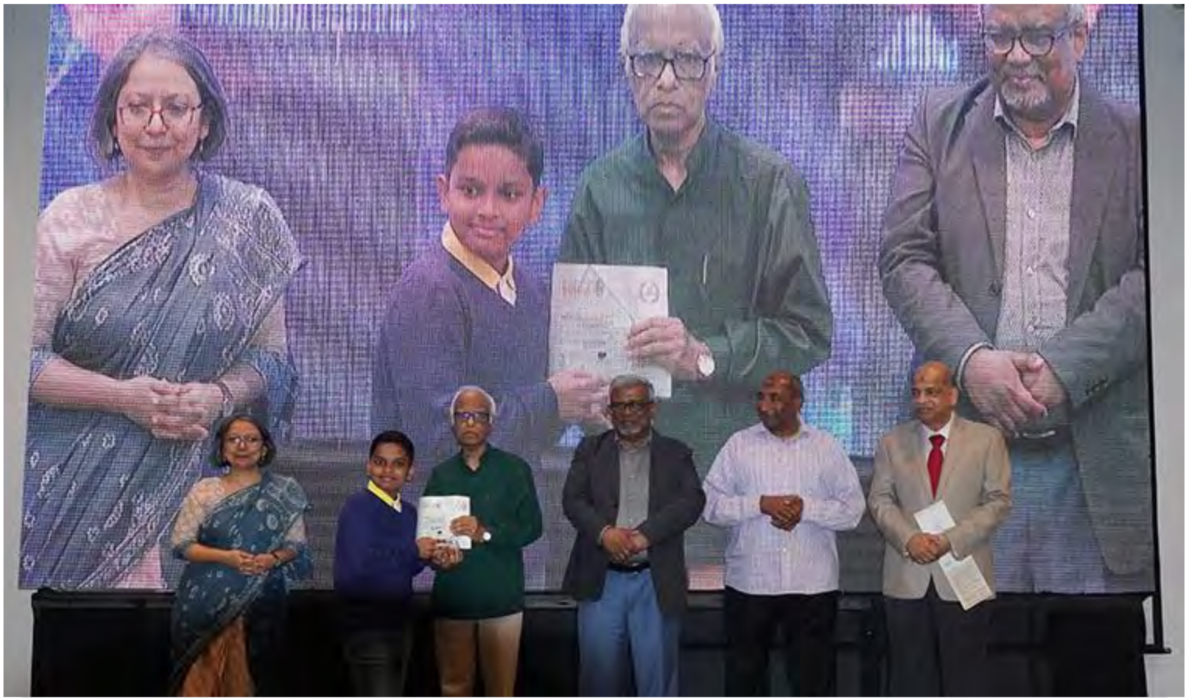

অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন প্রধান অতিথি শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ | ছবি: ইউএপি

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘এখন আমরা একটি পরিবর্তনের অবস্থায় আছি। একটি জায়গায় যাচ্ছিলাম সেখানে গেলে ফেরত আসা যেত না বলে থামিয়ে দিয়েছি। পেছন থেকে আমাদের সামনের দিকে যেতে হবে। আমরা চাই না যে নবম শ্রেণী থেকে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসা আলাদা করে দেয়া হোক। এরকম ভাগ আসলে প্রয়োজন নাই। পেছনে যাওয়ার কারণ হলো কিছু উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয় এবং মোটামুটি ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি বিষয় নবম শ্রেণী থেকে শুরু করতে পারি। কেউ এসব বিষয় নিতে চাইলে তারা যদি নবম শ্রেণী থেকে না নেয় তাহলে পরে নেয়া যায় না।’

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, ‘বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। গত ৫০ বছর ধরে এটি মানের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমেছে। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। এটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ধারণা দিতে হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রম আরো আধুনিক করতে চেষ্টা করবে সরকার। বিশেষ করে আইটি সেক্টরে। এখানে যেহেতু আমরা পেছনে পড়ে গেছি সেখান থেকে আবার শুরু করতে হচ্ছে। শিক্ষাক্রমকে আধুনিক না করলে অর্থবহ হবে না।’

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ইউএপি-তে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪ এ বাংলাদেশীদের সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘এখন আমরা একটি পরিবর্তনের অবস্থায় আছি। একটি জায়গায় যাচ্ছিলাম সেখানে গেলে ফেরত আসা যেত না বলে থামিয়ে দিয়েছি। পেছন থেকে আমাদের সামনের দিকে যেতে হবে। আমরা চাই না যে নবম শ্রেণী থেকে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসা আলাদা করে দেয়া হোক। এরকম ভাগ আসলে প্রয়োজন নাই। পেছনে যাওয়ার কারণ হলো কিছু উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয় এবং মোটামুটি ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি বিষয় নবম শ্রেণী থেকে শুরু করতে পারি। কেউ এসব বিষয় নিতে চাইলে তারা যদি নবম শ্রেণী থেকে না নেয় তাহলে পরে নেয়া যায় না।’

তিনি আরো বলেন, ‘একটি জাতিকে ভালো করতে গেলে সব ছাত্রের গণিতে ন্যূনতম দক্ষতা থাকা দরকার। গণিতের প্রীতি-ভীতি দুটোই আছে। গণিতকে যদি ভালোভাবে পড়ানো যায় এবং আর্কষণীয় করে তোলা যায় তাহলে এ ভীতি চলে যাবে। এ বিষয়ে ভালোভাবে পড়ালে এবং কষ্ট করলে পারবে। অংকে ভীতি এটি আন্তর্জাতিক রোগ। যেকোনো দেশের শিশু অংককে ভয় পায়। ভয় পেলেও ভালো অনুশীলনের মাধ্যমে এটি শেখা যায়।’

ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।’

ড. ওয়াহিদউদ্দীন বলেন, ‘তোমাদের এ সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে আমরা বিশ্বের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এ সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা জোগায়।

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। অনুষ্ঠানে ‘গণিতের সংস্কৃতিকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হলে’ শীর্ষক আলোচনায় শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হাসিনা খান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের প্রশিক্ষক ড. মাহবুব মজুমদার, এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন ড. সাইফুর রহমান বকাউল, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জি আর আহমেদ জামাল, এবং বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর ও জিওক্যাল ইউএসএ এর প্রকৌশলী কামরুজ্জামান কামরুল।

তারা বলেন, ‘সারা দেশে গণিতের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে এবং গণিতের বিকাশে প্রয়োজন কারিকুলামগত পরিবর্তন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। প্রাথমিক পর্যায় থেকে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগে গুরুত্ব দিতে হবে। গণিত যে একটি সর্বজনীন বিষয় সেটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই ছড়িয়ে পড়বে গণিত চর্চা।’

অনুষ্ঠানে ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জার্নি নিয়ে আলোচনা করেন ‘ বাংলার ম্যাথ’-এর তিন সহ-উদ্যোক্তা আহমেদ শাহরিয়ার, এসএম মাহতাব এবং আশরাফুল আল শাকুর। এছাড়া ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান ও দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দিন, গণিত প্রেমী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন প্রধান অতিথি শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল ৬টি স্বর্ণপদক, ১১টি রৌপ্যপদক, ৭টি ব্রোঞ্জপদক ও ৩টি মেধা সম্মাননাসহ মোট ২৭টি পদক অর্জন করেছে।

https://shorturl.at/cs7Xq

দেশ রূপান্তর

ইউএপি-তে ম্যাথ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সাফল্য উদ্‌যাপন

দেশ রূপান্তর অনলাইন, প্রকাশ: ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

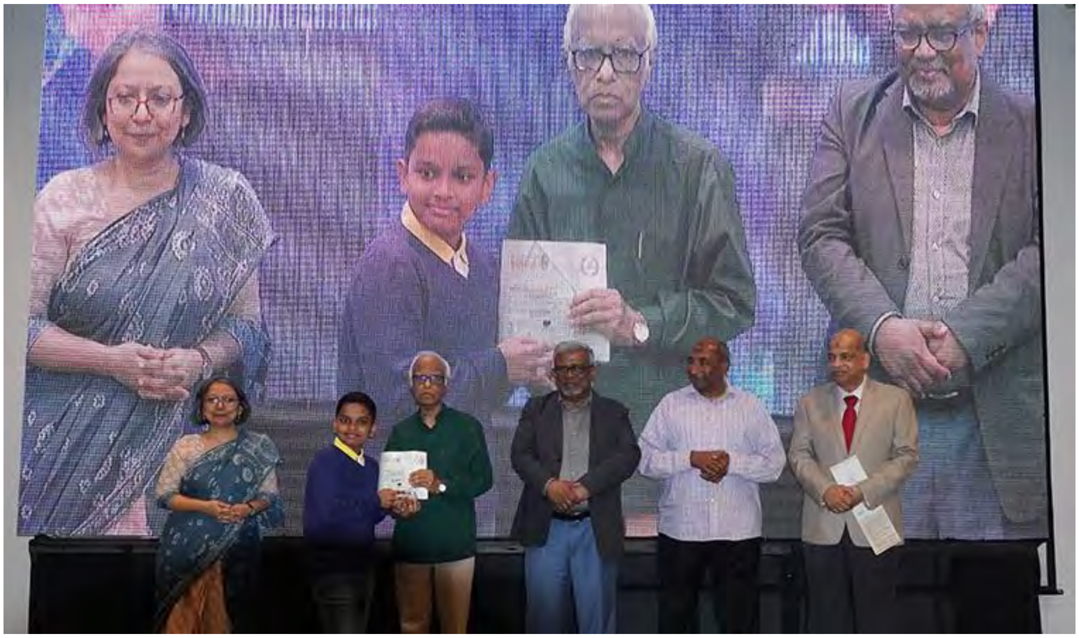

পুরস্কার বিতরণ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদযাপন করা হয়।

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ বলেন, 'তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।'

ড. ওয়াহিদউদ্দীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরও উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।'

অনুষ্ঠানে বাংলার ম্যাথের পথচলা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত ভাবনা বিষয়ক উপস্থাপনা তুলে ধরেন তিন সহ-উদ্যোক্তা আহমেদ শরিয়ার, এসএম মাহতাব হোসেন এবং আশরাফুল আল শাকুর।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহ্রুখ মহিউদ্দিন, গণিতপ্রেমী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল ৬টি স্বর্ণপদক, ১১টি রৌপ্যপদক, ৭টি ব্রোঞ্জপদক ও ৩টি মেধা সম্মাননাসহ মোট ২৭টি পদক অর্জন করেছে।

https://www.deshrupantor.com/572851

DHAKA POST

ইউএপি-তে ম্যাথ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সাফল্য উদযাপন

ঢাকা পোস্ট ডেস্ক, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদযাপন করা হয়।

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ বলেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।

ড. ওয়াহিদউদ্দীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরও উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অনুষ্ঠানে বাংলার ম্যাথ-এর পথচলা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত ভাবনা বিষয়ক উপস্থাপনা তুলে ধরেন তিন সহ-উদ্যোক্তা আহমেদ শরিয়ার, এসএম মাহতাব হোসেন এবং আশরাফুল আল শাকুর।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহ্রুখ মহিউদ্দিন, গণিতপ্রেমী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল ৬টি স্বর্ণপদক, ১১টি রৌপ্যপদক, ৭টি ব্রোঞ্জপদক ও ৩টি মেধা সম্মাননাসহ মোট ২৭টি পদক অর্জন করেছে।

https://www.dhakapost.com/education/342851

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজনের প্রয়োজন নেই, এটা ভালো না

রোববার, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নবম শ্রেণি থেকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ আলাদা করতে চান না অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তার ভাষ্য, ‘এ রকম বিভাজন আসলে প্রয়োজন নেই, ভালোও না।’

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটের ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

বাংলার ম্যাথের উদ্যোগে ‘ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-২৪’ এ অংশ নেওয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।

শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের বিষয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, একটি পরিবর্তনশীল জায়গায় আমরা আছি। একদিকে যাচ্ছিলাম, সেদিকে গেলে আর ফেরত আসা যেত না বলেই পেছনের দিকে গেছি। পেছন থেকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।
তিনি বলেন, উচ্চতর গণিত কিংবা বিজ্ঞানের উচ্চতর কিছু বিষয় নবম শ্রেণি থেকে শুরু করতেই পেছনের দিকে যেতে হচ্ছে বলে উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, কেউ যদি নবম শ্রেণি থেকেই উচ্চতর গণিত নিতে চায়, সেখান থেকে যদি না নেয়, তাহলে পরে উচ্চমাধ্যমিকে গেলে কঠিন হয়ে যায়।
উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। গত ৫০ বছর ধরে এটি মানের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমেছে। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। এটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ধারণা দিতে হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রম আরও আধুনিক করতে চেষ্টা করবে সরকার। বিশেষ করে আইটি সেক্টরে। এখানে যেহেতু আমরা পেছনে পড়ে গেছি সেখান থেকে আবার শুরু করতে হচ্ছে। শিক্ষাক্রমকে আধুনিক না করলে অর্থবহ হবে না।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ‘গণিতের সংস্কৃতিকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হলে...’ শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা হয়। শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় এতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হাসিনা খান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মাহবুব মজুমদার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান সাইফুর রহমান, ইউএপির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক জি আর আহমেদ জামাল ও বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরুল।

https://shorturl.at/GbbvV

আমার বার্তা

নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজনের প্রয়োজন নেই: শিক্ষা উপদেষ্টা

আমার বার্তা অনলাইন, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৪:৫১

নবম শ্রেণি থেকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ আলাদা করতে চান না অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তার ভাষ্য, ‘এ রকম বিভাজন আসলে প্রয়োজন নেই, ভালোও না।’
শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটের ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা এ কথা বলেন।
বাংলার ম্যাথের উদ্যোগে ‘ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-২৪’ এ অংশ নেওয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।
শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের বিষয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, একটি পরিবর্তনশীল জায়গায় আমরা আছি। একদিকে যাচ্ছিলাম, সেদিকে গেলে আর ফেরত আসা যেত না বলেই পেছনের দিকে গেছি। পেছন থেকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, উচ্চতর গণিত কিংবা বিজ্ঞানের উচ্চতর কিছু বিষয় নবম শ্রেণি থেকে শুরু করতেই পেছনের দিকে যেতে হচ্ছে বলে উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, কেউ যদি নবম শ্রেণি থেকেই উচ্চতর গণিত নিতে চায়, সেখান থেকে যদি না নেয়, তাহলে পরে উচ্চমাধ্যমিকে গেলে কঠিন হয়ে যায়।

উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। গত ৫০ বছর ধরে এটি মানের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমেছে। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। এটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ধারণা দিতে হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রম আরও আধুনিক করতে চেষ্টা করবে সরকার। বিশেষ করে আইটি সেক্টরে। এখানে যেহেতু আমরা পেছনে পড়ে গেছি সেখান থেকে আবার শুরু করতে হচ্ছে। শিক্ষাক্রমকে আধুনিক না করলে অর্থবহ হবে না।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ‘গণিতের সংস্কৃতিকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হলে...’ শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা হয়। শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় এতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হাসিনা খান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মাহবুব মজুমদার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান সাইফুর রহমান, ইউএপির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক জি আর আহমেদ জামাল ও বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরুল।

https://www.amarbarta.com/education/42120

দৈনিক
সবুজ বিপ্লব
মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারক বাহক
THE DAILY SABUJ BIPLOB

ইউএপি-তে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সাফল্য উদযাপন

এস এম বদরুল আলম, নিউজ প্রকাশের তারিখ : Feb 9, 2025 ইং

বিশেষ প্রতিবেদকঃ ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদযাপন করা হয়।

শনিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ বলেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।

ড. ওয়াহিদউদ্দীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরও উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি এই আয়োজনে শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- ড. হাসিনা খান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাহবুব মজুমদার, অধ্যাপক, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড; ড. সাইফুর রহমান বকাউল, চেয়ারম্যান, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী; ড. জি. আর. আহমেদ জামাল, অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক; কামরুজ্জামান কামরুল, একাডেমিক কাউন্সিলর, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও প্রকৌশলী, জিওক্যাল ইউএসএ।

অনুষ্ঠানে বাংলার ম্যাথ-এর পথচলা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত ভাবনা বিষয়ক উপস্থাপনা তুলে ধরেন তিন সহ-উদ্যোক্তা আহমেদ শরিয়ার, এসএম মাহতাব হোসেন এবং আশরাফুল আল শাকুর।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহ্রুখ মহিউদ্দিন, গণিত প্রেমী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল ৬টি স্বর্ণপদক, ১১টি রৌপ্যপদক, ৭টি ব্রোঞ্জপদক ও ৩টি মেধা সম্মাননাসহ মোট ২৭টি পদক অর্জন করেছে। এই সাফল্যের পেছনে ‘বাংলার ম্যাথ’ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

https://shorturl.at/xSGMW

The Daily Protidiner Katha
প্রতিদিনের কথা
সংবাদ সৃষ্টি করি না, পরিবেশন করি

নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজনের প্রয়োজন নেই, এটা ভালো না

SUNDAR SAHA, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৫

প্রতিদিনের ডেস্ক: নবম শ্রেণি থেকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ আলাদা করতে চান না অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তার ভাষ্য, ‘এ রকম বিভাজন আসলে প্রয়োজন নেই, ভালোও না।’শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটের ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

বাংলার ম্যাথের উদ্যোগে ‘ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-২৪’ এ অংশ নেওয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।

শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের বিষয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, একটি পরিবর্তনশীল জায়গায় আমরা আছি। একদিকে যাচ্ছিলাম, সেদিকে গেলে আর ফেরত আসা যেত না বলেই পেছনের দিকে গেছি। পেছন থেকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।তিনি বলেন, উচ্চতর গণিত কিংবা বিজ্ঞানের উচ্চতর কিছু বিষয় নবম শ্রেণি থেকে শুরু করতেই পেছনের দিকে যেতে হচ্ছে বলে উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, কেউ যদি নবম শ্রেণি থেকেই উচ্চতর গণিত নিতে চায়, সেখান থেকে যদি না নেয়, তাহলে পরে উচ্চমাধ্যমিকে গেলে কঠিন হয়ে যায়।উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।

গত ৫০ বছর ধরে এটি মানের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমেছে। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। এটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ধারণা দিতে হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রম আরও আধুনিক করতে চেষ্টা করবে সরকার। বিশেষ করে আইটি সেক্টরে। এখানে যেহেতু আমরা পেছনে পড়ে গেছি সেখান থেকে আবার শুরু করতে হচ্ছে। শিক্ষাক্রমকে আধুনিক না করলে অর্থবহ হবে না।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ‘গণিতের সংস্কৃতিকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হলে…’ শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা হয়।

শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় এতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হাসিনা খান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মাহবুব মজুমদার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান সাইফুর রহমান, ইউএপির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক জি আর আহমেদ জামাল ও বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরুল।

https://shorturl.at/swd6U

The News

তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে -শিক্ষা উপদেষ্টা

পিআইডি, February 8, 2025 11:32 pm

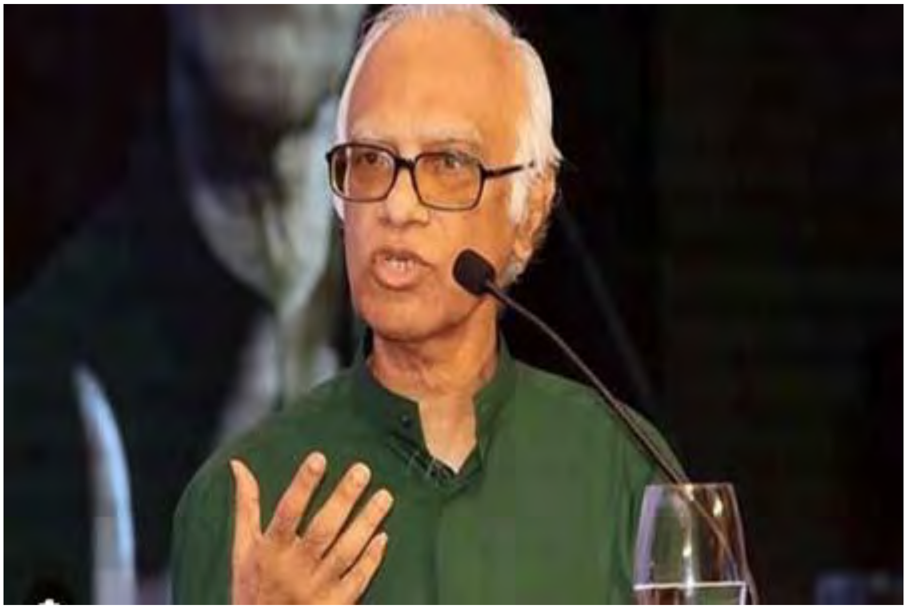

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।

আজ ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিকে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা ।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি এই আয়োজনে শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- ড. হাসিনা খান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাহবুব মজুমদার, অধ্যাপক, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড; ড. সাইফুর রহমান বকাউল, চেয়ারম্যান, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি অভব বাংলাদেশ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী; ড. জি. আর. আহমেদ জামাল, অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিক; কামরুজ্জামান কামরুল, একাডেমিক কাউন্সিলর, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও প্রকৌশলী, জিওক্যাল ইউএসএ।

https://shorturl.at/S9Af1

ঢাকাপ্রকাশ
dhakaprokash24.com
সততাই শক্তি, সুসাংবাদিকতায় মুক্তি

নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজনের প্রয়োজন নেই: শিক্ষা উপদেষ্টা

ঢাকাপ্রকাশ ডেস্ক, প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২:১৮ পিএম, 170Shares

নবম শ্রেণি থেকেই মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা আলাদা করে দেওয়া হোক, সেটা চান না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেছেন, এ রকম বিভাজন আসলেই প্রয়োজন নেই, এটা ভালো না।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটের ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

বাংলার ম্যাথের উদ্যোগে ‘ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-২৪’ এ অংশ নেওয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর সাফল্য উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।

শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) পরিবর্তনের বিষয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘একটি পরিবর্তনশীল জায়গায় আমরা আছি। একদিকে যাচ্ছিলাম, সেদিকে গেলে আর ফেরত আসা যেত না বলেই পেছনের দিকে গেছি। পেছন থেকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।’

উচ্চতর গণিত কিংবা বিজ্ঞানের উচ্চতর কিছু বিষয় নবম শ্রেণি থেকে শুরু করতেই পেছনের দিকে যেতে হচ্ছে বলে উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘কেউ যদি নবম শ্রেণি থেকেই উচ্চতর গণিত নিতে চায়, সেখান থেকে যদি না নেয়, তাহলে পরে উচ্চমাধ্যমিকে গেলে কঠিন হয়ে যায়।’

সর্বশেষ যে শিক্ষাক্রম চালু হয়েছিল, সেটিকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন শিক্ষা উপদেষ্টা।

শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় এতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হাসিনা খান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মাহবুব মজুমদার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান সাইফুর রহমান, ইউএপির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক জি আর আহমেদ জামাল এবং বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরুল।

https://shorturl.at/akWq7

প্রথম বাংলাদেশ
দেশের খবরে আমরাই প্রথম

নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজনের প্রয়োজন নেই, এটা ভালো না: শিক্ষা উপদেষ্টা

অনলাইন ডেস্ক, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৫ ১২:৫০ অপরাহ্ণ

Welcome to BANGLAMARK
BANGLAMARK
দেশের খবরে আমরাই প্রথম
প্রথম বাংলাদেশ

নবম শ্রেণি থেকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ আলাদা করতে চান না অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তার ভাষ্য, ‘এ রকম বিভাজন আসলে প্রয়োজন নেই, ভালোও না।’

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটের ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

বাংলার ম্যাথের উদ্যোগে ‘ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-২৪’ এ অংশ নেওয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।

শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের বিষয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, একটি পরিবর্তনশীল জায়গায় আমরা আছি। একদিকে যাচ্ছিলাম, সেদিকে গেলে আর ফেরত আসা যেত না বলেই পেছনের দিকে গেছি। পেছন থেকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, উচ্চতর গণিত কিংবা বিজ্ঞানের উচ্চতর কিছু বিষয় নবম শ্রেণি থেকে শুরু করতেই পেছনের দিকে যেতে হচ্ছে বলে উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, কেউ যদি নবম শ্রেণি থেকেই উচ্চতর গণিত নিতে চায়, সেখান থেকে যদি না নেয়, তাহলে পরে উচ্চমাধ্যমিকে গেলে কঠিন হয়ে যায়।

উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। গত ৫০ বছর ধরে এটি মানের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমেছে। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। এটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ধারণা দিতে হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রম আরও আধুনিক করতে চেষ্টা করবে সরকার। বিশেষ করে আইটি সেক্টরে। এখানে যেহেতু আমরা পেছনে পড়ে গেছি সেখান থেকে আবার শুরু করতে হচ্ছে। শিক্ষাক্রমকে আধুনিক না করলে অর্থবহ হবে না।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ‘গণিতের সংস্কৃতিকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হলে…’ শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা হয়। শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় এতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হাসিনা খান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মাহবুব মজুমদার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান সাইফুর রহমান, ইউএপির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক জি আর আহমেদ জামাল ও বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরুল।

https://shorturl.at/TZGix

ঢাকানিউজ24
www.dhakanews24.com

তরুণ গণিতবিদদের মেধা ও নিষ্ঠা আমাদেরকে গর্বিত করেছে : শিক্ষা উপদেষ্টা

নিউজ ডেস্ক : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।

৮ ফেব্রুয়ারি ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিকে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি এই আয়োজনে শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- ড. হাসিনা খান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাহবুব মজুমদার, অধ্যাপক, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড; ড. সাইফুর রহমান বকাউল, চেয়ারম্যান, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি অভব বাংলাদেশ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী; ড. জি. আর. আহমেদ জামাল, অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিক; কামরুজ্জামান কামরুল, একাডেমিক কাউন্সিলর, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও প্রকৌশলী, জিওক্যাল ইউএসএ।

https://shorturl.at/8hK3e

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে অবিচল
বাঙলা প্রতিদিন

তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে: শিক্ষা উপদেষ্টা

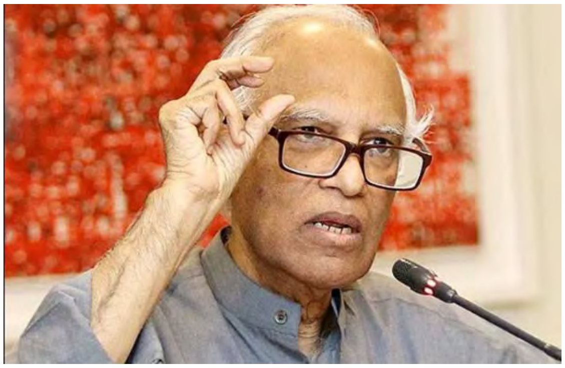

বাঙলা প্রতিদিন ডেস্ক : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।

আজ ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিকে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা ।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি এই আয়োজনে শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- ড. হাসিনা খান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাহবুব মজুমদার, অধ্যাপক, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড; ড. সাইফুর রহমান বকাউল, চেয়ারম্যান, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি অভব বাংলাদেশ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী; ড. জি. আর. আহমেদ জামাল, অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিক; কামরুজ্জামান কামরুল, একাডেমিক কাউন্সিলর, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও প্রকৌশলী, জিওক্যাল ইউএসএ।

https://shorturl.at/qWH8d

দৈনিক ভোর
তাজা খবর সবার আগে
www.dailybhor.com

তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে: শিক্ষা উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রকাশিত ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৫, ২২:২২ অপরাহ্ণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।

আজ ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা ।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরও উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি এই আয়োজনে শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- ড. হাসিনা খান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাহবুব মজুমদার, অধ্যাপক, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড; ড. সাইফুর রহমান বকাউল, চেয়ারম্যান, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী; ড. জি. আর. আহমেদ জামাল, অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক; কামরুজ্জামান কামরুল, একাডেমিক কাউন্সিলর, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও প্রকৌশলী, জিওক্যাল ইউএসএ।

https://shorturl.at/wkVdU